PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯
ISSUE 31, OCTOBER- DECEMBER 2009

মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী গুমুরিয়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো উদ্বোধন করলেন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলাধীন গুমুরিয়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এর অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব সঞ্চয় চক্রবর্তী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হালুয়াঘাট, জনাব মোঃ আকবর আলী, উপজেলা প্রকৌশলী, হালুয়াঘাট, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, গাজিরভিটা ইউনিয়ন পরিষদ, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী এবং আরও অনেকে।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় বাস্তবায়িত গুমুরিয়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এডভোকেট প্রমোদ মানকিন, মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উপ-প্রকল্পের ৮-ভেন্ট রেগুলেটর এবং ওএন্ডএম শেড কাম পাবসস অফিস উদ্বোধনকালে তার বক্তব্যে বলেন যে গুমুরিয়া উপ-প্রকল্প এলাকা শতবর্ষ ধরে অবহেলিত ছিল। এখানে এলজিইডি স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করায় এলাকায় সেচের পানির অভাব দূর হবে এবং বোরো ধানসহ তিনটি ফসলের আবাদ করা সম্ভব হবে। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন এবং সম্মিলিতভাবে উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই কৃষিজ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

গুমুরিয়া উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকার মূল ফসল আউশ ও আমন ধান খরায় নষ্ট হতো এবং বোরো ধানের আবাদ হতো না বললেই চলে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ৪৬৮ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে এবং ৩৪২৫ টন দানাদার ও ১৫৮৭ টন অদানাদার শস্য উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপ-প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সদস্যদের সংগঠিত করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৯০ জন পুরুষ ও ১৫৪ জন নারীসহ মোট ৬৪৪ জন। সমিতি এ যাবত ৭২,৭৬০ টাকার মূলধন গঠন করেছে এবং ৬০,০০০ টাকা ১২ জন সদস্যের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরন করেছে। উল্লেখ্য, উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১,৩১,৫০,০০০/= টাকা ব্যয় হয়েছে।

অন্যান্য পাতায়

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, সম্পাদকীয়, প্রধান প্রকৌশলীর বরগুনা সফর, পুনর্বাসন ও কার্যকারীতা বৃদ্ধি প্রকল্পের কার্যাবলী, নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রদূতের উপ-প্রকল্প পরিদর্শন, সাকুয়া খাল ও লক্ষীপুর-হোগলাকান্দা উপ-প্রকল্প হস্তান্তর, জাইকা প্রকল্পের পরিকল্পনা সভা, সোনাইছড়ি ও মিয়াপাড়া-উল্টাভাঙ্গা পাবসস-এর নির্বাচন, মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা, মৎস্য কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ, গবাদিয়া-বুড়াবুড়ির খাল উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর, মধুখালী পাবসস-এর বার্ষিক সাধারন সভা।

সম্পাদকীয়

টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ উদ্যোগে সহায়তা করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০২-২০০৯ অর্থ বৎসরে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

যে কোন প্রকল্পের সাফল্য নিরূপিত হয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীতে তার অর্জনের উপর ভিত্তি করে। সে নিরিখে বিবেচনা করলে দেখা যায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প শুধু যে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে তা নয়, সেইসাথে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র হ্রাসকরণেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। ইতোপূর্বে, ১৯৯৫-২০০২ সময়কালে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৩৭টি জেলায় প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১,৬৪,৯০০ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে যার ফলে ১,৪২,৫০০টি কৃষি পরিবার উপকৃত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ২১ মিলিয়ন ঘনমিটার মাটির কাজ বাস্তবায়নের ফলে ৮.৩৪ মিলিয়ন শ্রম দিবসের সাময়িক শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে ২০০৫ সনে প্রকল্প এলাকায় ২,৪২,৩৭১ টন বর্ধিত দানা জাতীয় শস্য, ১,৫৮,৯০০ টন অদানাদার শস্য এবং ২,০৭২ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে।

বর্তমানে ২০০২-২০০৯ সনব্যাপী প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের অংশগ্রহনে পরিচালিত ৩০০টি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১,৮০,০০০ হেক্টর কৃষি জমি থেকে ২,০০,০০০ টন বর্ধিত ফসল উৎপাদিত হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ২,৮০,০০০টি কৃষি পরিবারের ১৭,০০,০০০ জন মানুষ উপকৃত হবে এবং ২০ মিলিয়ন ঘনমিটার মাটির কাজে ১০ মিলিয়ন শ্রম দিবসের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত সমাপ্ত ১২৮টি উপ-প্রকল্পে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০০৮ সালে উপ-প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৩০০৫ হেক্টর জমি তিন ফসল চাষাবাদের আওতায় এসেছে, ফলে শস্য নিবিড়তা ৪১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯৭,৫৪৬ টন বর্ধিত দানাদার শস্য ও ৩৪,৯১৯ টন অদানাদার শস্য উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে ৭০টি মৎস্য সম্ভাবনাময় উপ-প্রকল্পে ৭৭৪ টন বর্ধিত মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে যার বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৬ ভাগ।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবী রাখে তা হচ্ছে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এর দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে সুফল বজায় রাখা। এজন্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে ব্যাপকভিত্তিক জনঅংশগ্রহনের বিধান রাখা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি এলাকার উপকারভোগী জনগণকে সংগঠিত করবে, প্রকল্পের অবকাঠামো ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রাখবে এবং সমিতির মূলধন বিনিয়োগ করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হবে এ রকমই সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা। তবে যে বিষয়টি মোটেই উপেক্ষা বা অবহেলা করা চলবে না তা হচ্ছে জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; এটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা না হলে নির্মিত অবকাঠামোগুলো অযত্ন-অবহেলায় বিনষ্ট হবে এবং পূর্বের সকল দূর্দ্দশার পুনরাবৃত্তি ঘটবে যা কখনো কারো কাম্য হতে পারে না।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৪-৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, বরিশালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় বরিশাল বিভাগের অর্ন্তগত জেলাসমূহে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহ এবং পাবসস-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, সমাজবিদ, কমিউনিটি অর্গানাইজার, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী ও সোসিও ইকোনমিষ্ট এবং উপ-প্রকল্পসমূহে গঠিত পাবসস-এর সভাপতি/সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, সদর দপ্তর, এলজিইডি সভাপতিত্ব করেন।

অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতি মহোদয় বলেন অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ তাদের দারিদ্র হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু পাবসস-এর কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বেশিরভাগ পাবসস এর মাসিক, উপ-কমিটি ও সাপ্তাহিক সভাসমূহ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়না। মাসিক সঞ্চয় নিয়মিত আদায় না হওয়ায় মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছেনা, ফলে ক্ষুদ্রঋণ বা কোন লাভজনক কর্মসূচী গ্রহণ করা যাচ্ছেনা। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও তা নিয়মিত নয়।

সভায় প্রতিটি উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পাবসসসমূহের মাসিক ও সাপ্তাহিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, পাবসস-এর মূলধন গঠন এবং তা বিনিয়োগের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় ও সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সময় সময় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। পাবসস এর বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করেন এবং এলাকার কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন।

নেদারল্যান্ডস এর মাননীয় রাষ্ট্রদূতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প পরিদর্শন

নেদারল্যান্ডস-এর বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Alphons Hennekens গত ৭ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জয়দেবপুর-দীঘন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী Ms. Kirsten S. Straarup-Hennekens, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের Ms. Henny de Vries. First Secretary, Governance and Gender, Mr. Khaleduzzaman, Advisor Water Management এবং Ms. Musfiqua Sapiar, Gender and Development Specialist. জনাব মশিউর রহমান, পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, এলজিইডি, সফরকারী দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

জয়দেবপুর-দীঘন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি নেদারল্যাণ্ডস-এর মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে উপ-প্রকল্পের অবস্থা ও পাবসস-এর কার্যক্রম সর্ম্পকে অবগত করছেন।

ইতোপূর্বে ৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখ সন্ধ্যায় RDRS Guest House রংপুর এর হলরুমে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর এক অবহিতকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জনাব মশিউর রহমান প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সুফলভোগীগণের সম্পৃক্ততা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা সমন্ধে মাননীয় রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে অবহিত করেন। মাননীয় রাষ্ট্রদূত প্রকল্প সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হন।

নেদারল্যাণ্ডস-এর মাননীয় রাষ্ট্রদূত মহোদয় এলজিইডি দিনাজপুর-এর মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করছেন।

এ সময় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব খালেদউজ্জামান-এর পরামর্শ অনুযায়ী RDRS এর প্রাথমিক সমিতি ও ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পাবসসগুলো কিভাবে উপকৃত হতে পারে সে বিষয়ে RDRS এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সম্ভাবনা নিরূপনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। যেহেতু RDRS এর সমিতিগুলো পাবসসের মতো কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং নারী অধিকার ও উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে, সেহেতু পাবসসগুলো RDRS এর সমিতির কার্যক্রম থেকে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। ৭ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে পরিদর্শনকারী দল দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জয়দেবপুর-দীঘন পাবসস লিঃ এর অফিসে পৌছালে সমিতির সদস্যরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানান। মাননীয় রাষ্ট্রদূত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য সদস্যের সাথে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা নিয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয়কে সাধুবাদ জানান। তিনি সমিতিকে একটি ছাতা ও কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। তিনি বলেন যে ছাতাটি হচ্ছে একটি প্রতীকি উপহার যা পাবসসকে বোঝাচ্ছে এবং যাকে অবলম্বন করে পাবসস প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরে তিনি এলজিইডি দিনাজপুরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করেন এবং অফিস প্রাঙ্গনে একটি পাম গাছের চারা রোপন করেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের "পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের "পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি" প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ২৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১০২টি প্রকল্পকে অধিকতর টেকসই ও কার্যকরীকরণের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু নতুন অবকাঠামো নির্মাণ ও পূনঃনির্মাণ, বাঁধ পূনঃনির্মাণ ও খাল পূনঃখননের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা করা হচ্ছে। এ যাবত প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১.০০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং ১৩৩.০০ কিঃমিঃ খাল পূনঃখনন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে ২২টি নতুন হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ২৪টি পুরাতন হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার মেরামত করা হচ্ছে। সরকারের 'গাছ লাগাও পরিবেশ বাচাঁও' শ্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রায় ১৬৯ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধে ও খালের ঢালে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং খাল পূনঃখননে উপ-প্রকল্প এলাকার সুবিধাবঞ্চিত দুঃস্থ, গরীব অসহায় পুরুষ ও নারীদের মাটির কাজে নিয়োজিত করার ফলে ২৫,০০০ জনদিবস গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৪০,০০০ হেক্টর কৃষি জমি সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ৬০,০০০ টন খাদ্য উৎপাদিত হবে এবং ৫০,০০০ কৃষি পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একদিকে যেমন মাটির কাজের ফলে এলাকার গরীব ও দুঃস্থ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে তেমনি উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাকী টাকা বর্তমান অর্থবৎসরে ব্যয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১০ সালে শেষ হয়ে যাবে।

নাগদার খাল পাবসস-এর দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন নাগদার খাল উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আয়োজিত বিশেষ সাধারন সভা গত ২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে পাবসস এর নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পাবসস সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ সাধারন সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মেহেরপুর। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নুর-ই-জান্নাত, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বদর উদ্দিন আহম্মদ, উপজেলা প্রকৌশলী, এম, এ হালিম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মোঃ শরিফুল ইসলাম, উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজী বাবুল হোসেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, মোঃ তাজুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রকল্প সোসিও ইকোনমিষ্ট মোঃ ফজলুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পাবসস-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য।

দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি দুই পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দ্বিতীয় পর্বে পাবসস এর দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন ও চূড়ান্ত অনুমোদন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপনের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাবসস এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫০ শতাংশ দারিদ্র হ্রাসের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ২০০৯-১০ বর্ষের কর্মপরিকল্পনার আটটি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি অধ্যায় উপস্থাপনের পর জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং উপকারভোগীদের প্রাণবন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত খসড়া পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের পর সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হয়। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রণীত পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা এলাকার দারিদ্র বহুলাংশে হ্রাস করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, নাগদার খাল উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার ৮৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭২০ হেঃ জমিতে তিনটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে তিনটি খাল পুনঃখননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পাঁচ ভেন্টের দুটি রেগুলেটর-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। নাগদার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন পুরুষ ও ১৪৪ জন মহিলাসহ মোট ৪৮৯ জন। সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় মিলে মোট মূলধনের পরিমাণ ৩,৮৪,৮৪৭ টাকা। সমিতি ইতোমধ্যে ৭৪ জন পুরুষ ও ৫৫ জন মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৬,১৯,০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে সমিতি গত অর্থবৎসরে মোট ৫০,৪৫০/= টাকার মুনাফা অর্জন করেছে। অর্জিত মুনাফা শেয়ার ও সঞ্চয় অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এছাড়াও পাবসস দ্রব্যঋণ হিসাবে মহিলা সদস্যদের মধ্যে সেলাই মেশিন ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ভ্যানগাড়ী বিতরণ করেছে। সমিতিতে ৫০ জন ক্ষুদে সদস্যও রয়েছে। এসকল ক্ষুদে সদস্য সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আমেজ নিয়ে সম্পন্ন হলো সোনাইছড়ি পাবসস লিঃ এর নির্বাচন

সোনাইছড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, রামু, কক্সবাজার-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সারিবদ্ধভাবে দাড়ানো ভোটারদের একাংশ (বামে) একজন সদস্যকে ভোটদান করতে দেখা যাচ্ছে (ডানে)

গত ৬ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সোনাইছড়ি সেচ উপ-প্রকল্পে গঠিত সোনাইছড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জোয়ারিয়ানালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। বিগত কিছুদিন ধরে পাবসস নির্বাচনকে ঘিরে এলাকার ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থীরা ব্যাক্তিগতভাবে এলাকায় ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন। সব মিলিয়ে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা উপ-প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মতো আমেজ সৃষ্টি করে।

স্থানীয় উপজেলা সমবায় দপ্তর ও এলজিইডি-র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটির দক্ষ পরিচালনায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে সমিতির ১৭৮৮ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৫২ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। স্থানীয় থানার এস আই-এর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর একদল সদস্য নির্বাচন কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচন কেন্দ্রে নারী ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। নির্বাচনে মূলত সভাপতি পদের জন্য জনাব আবসার কামাল ও জনাব মো ফেরদাউস-এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে জনাব আবসার কামাল চেয়ার মার্কা নিয়ে জয়লাভ করে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির বাকী পদগুলোর প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্পের পাবসস-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি/সম্পাদক এবং মৎস্য উপ-কমিটির দলনেতা ও উপ-দলনেতা, মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর ও এলজিইডি'র কমিউনিটি অর্গানাইজারদের জন্য আয়োজিত কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৮ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ২টি ব্যাচে বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে জেলা মৎস্য অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষ, বয়রা, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচে ৭টি উপ-প্রকল্প থেকে মোট ৫৩ জন পাবসস সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম ব্যাচে মেহেরপুর, নড়াইল ও বরিশাল জেলার যথাক্রমে নলবিল, ভোমরদিয়া ও মাধবপাশা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি থেকে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং দ্বিতীয় ব্যাচে পাবনা, মানিকগঞ্জ, রংপুর ও নিলফামারী জেলার যথাক্রমে সিভিল হাট, রৌহা-নৈহাটি, হারোল বিল ও ভেন্ডির দোলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি থেকে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

নেত্রকোনায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) পুকুরিয়া-উজিয়াখালী খাল উপ-প্রকল্পে পরিকল্পনা সভা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা) প্রকল্পের আওতায় গত ৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় কৈলাটী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুকুরিয়া-উজিয়াখালী খাল উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুইশতাধিক স্থানীয় কৃষক ও বিভিন্ন পেশার উপকারভোগী জনগণ উপস্থিত হয়ে পরিকল্পনা সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবক জনাব সুলতান আহমেদ খান। সভার প্রারম্ভে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন প্রকৌশলী জনাব মঞ্জুর কাদের উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে ৬-৭ জন উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদলের জন্য সকলে একমত পোষন করেন। এর ফলে ভোগাই খালের উভয় তীরে সর্বমোট প্রায় ১২.৫ কিমি বাঁধ নির্মাণসহ ললিয়ার খালের মুখে একটি রেগুলেটর নির্মাণ ও খাল খননের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা প্রকৌশলী, কলমাকান্দা এই সভায় মূখ্য সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ডিজাইন প্রকৌশলী জনাব মঞ্জুর কাদের উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন (বামে), সভায় উপস্থিত স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সর্ম্পকে মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যাচ্ছে (ডানে)।

পরিকল্পনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ফার্মের ডিজাইন প্রকৌশলী জনাব মহিরুদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্পের পরামর্শক দলের সদস্য ডিজাইন প্রকৌশলী ও পানি সম্পদ প্রকৌশলী মৎস্য বিশেষজ্ঞ আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের ময়মনসিংহস্থ আঞ্চলিক অফিসের ইনস্টিটিউশন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ।

মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গত ১১-১৫ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, মৌলভীবাজারে এবং ১৮-২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, কুষ্টিয়াতে মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে চাতলবিল পাবসস লিঃ ও পাগলাছড়া পাবসস লিঃ ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এবং কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন কড়শা-কড়াইল পাবসস লিঃ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি পাবসস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলজিইডি'র কমিউনিটি অর্গানাইজার অংশগ্রহন করেন। পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স দুটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণকে বাংলাদেশে সমবায় আইন ও বিধিমালা, উপ-আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অফিস পরিচালনা, পূজি গঠন ও বিনিয়োগ, সাপ্তাহিক ও মাসিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, বার্ষিক সাধারন সভা, সমিতির নির্বাচন, অডিট ইত্যাদি সমিতি পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্ক ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের নিজ নিজ পাবসস এর কার্যাবলী সুদক্ষভাবে পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় বাস্তবায়িত সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিনামা গত ১২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, সুনামগঞ্জ জেলা।

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় বাস্তবায়িত সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করছেন জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ। পাশে উপবিষ্ট আছেন সাকুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে স্থানীয় জনগণ খালের ৫টি স্থানে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণ করতেন এবং সংরক্ষিত পানি দিয়ে বোরো ধান চাষ করতেন। কিন্ত মাটির বাঁধ নির্মাণ করা ব্যয়বহুল হওয়ায় তাঁরা প্রায়ই অর্থসংকটে পড়তেন। এই প্রেক্ষাপটে সাকুয়া খালে পানি ধারন করে বোরো ধান চাষ নির্বিঘ্ন করতে স্থানীয় জনগণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে একটি ৫-ভেন্ট পানি ধারক অবকাঠামো, ২টি সেচ আউটলেট নির্মাণ ও ১.৯১ কিমি খালের পাড় নির্মাণ করা হয়। সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৯৬,২৯,৯৪৯ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সাকুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভাপতি জনাব আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক বলেন যে, সাকুয়া খাল উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপ-প্রকল্পের মোট ১২টি গ্রামের ৫৭০ হেক্টর জমিতে বোরো, আমন, রবি ফসল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং খালে মৎস্য চাষ করে প্রচুর অর্থ আয় করা সম্ভব হবে। সভায় জনাব এ, কে, এম মারুফ হোসেন, সোসিও ইকোনমিষ্ট, সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুছ, সেক্রেটারী জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, ফাতেমা আক্তার, মকবুল আহমেদ, মোঃ মোস্তফা, রতন মিয়া এবং তিন শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

চত্রা-সুবিধখালী পাবসস এর দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত চত্রা-সুবিধখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ সাধারন সভা গত ২১শে অক্টোবর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব স, ম, আব্দুস সালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পটুয়াখালী। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গাজী আতাহার উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলাধীন চত্রা-সুবিদখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের জন্য আয়োজিত বিশেষ সাধারন সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব স, ম, আব্দুস সালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পটুয়াখালী।

সভায় পাবসস-এর ৮ জন সদস্য দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনার ৮টি অধ্যায় উপস্থিত পাবসস সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সরকারের উপজেলা পর্যায়ের জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরিকল্পনার নিজ নিজ বিষয়ের উপর আলোচনা ও মতামত প্রদান করেন। অতঃপর উপস্থিত পাবসস-এর সদস্যদের অংশগ্রহনে প্রাণবন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের পর দেউলী-সুবিধখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ২০০৯-১০ সনের দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, পশুসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিও ইকোনমিষ্ট, কৃষি ফ্যাসিলিটেটর, সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর, কমিউনিটি অর্গানাইজার এবং পাবসস এর কার্যনির্বাহী কমিটির ১২ জন সহ চার শতাধিক সদস্য।

শোকবার্তা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এ কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনসার আলী গত ২৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর। মরহুম আনসার আলী ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৯২ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে যোগদান করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও প্রকল্পে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে তিনি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। চাকুরীতে থাকা অবস্থায় ২০০৮ সালে তিনি এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী, স্পষ্টভাষী ও খোলা মনের মানুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৮ (আট) বছরের একমাত্র পুত্র, স্ত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ০৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় বাস্তবায়িত লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সিগঞ্জ ও জনাব মোঃ বোরহান উল্লাহ, সভাপতি, লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির পাবসস লিঃ। এখানে উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ২৫০টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং সমাপ্ত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্যে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ পরবর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন লক্ষীপুর-হোগলাকান্দা উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করছেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আদ্-দাদ্, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সিগঞ্জ। পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ বজলুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরটিআইপি, জনাব ডব্লিউ পারানামানা, আবাসিক প্রকৌশলী, আরটিআইপি, সদর দপ্তর এবং লক্ষীপুর-হোগলাকান্দা পাবসসের সভাপতি জনাব মোঃ বোরহান উল্লাহ।

হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে লক্ষীপুর-হোগলাকান্দি পাবসস লিঃ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানার অধিকারী হলো। এর ফলে পাবসসের সদস্যরা অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার আবাদী জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

এই উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহের মধ্যে রয়েছে একটি দুই ভেন্ট রেগুলেটর, .৯০ কিমি শাখা খাল খনন, একটি ওএন্ডএম শেড, পাঙ্গাসিয়া খাল ৪.৬২ কিঃ মিঃ, শাখা খাল-২ (৪.১০ কিঃ মিঃ) এবং শাখা খাল-১ (৩.১ কিঃ মিঃ) পুনঃখনন। এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা দূর হয়ে উপ-প্রকল্প এলাকা জলাবদ্ধতামুক্ত হবে এবং নদীর পানি প্রয়োজনমতো খালে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে। এতে শুষ্ক মৌসুমে উপ-প্রকল্প এলাকায় সেচের আওতায় উফসী জাতের ধান ও রবিশস্য আবাদে সহায়ক হবে। এর ফলে উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৫০০ হেক্টরের জমি আলু, উফসী জাতের ধান ও অন্যান্য শস্যের আওতায় আসবে। দানাদার শস্যের উৎপাদন প্রায় ৫,০০০ টন ও অদানাদার শস্যের উৎপাদন প্রায় ৭০০ টনে উন্নীত হবে এবং ৩২৩ পরিবার কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

নোয়াখালী জেলায় প্রথম পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প ঃ গবাদিয়া-বুড়াবুড়ির খাল উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলায় এই প্রথম সদর উপজেলাধীন গবাদিয়া-বুড়াবুড়ির খাল উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, এলজিইডি, নোয়াখালী এবং ১১নং নেয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সদর, নোয়াখালী-এর মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি গত ২৫ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নোয়াখালী, বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, উপজেলা প্রকৌশলী, সদর, মোঃ মর্তুজা আলী খাঁন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সদর, জান্নাতুন নাহার, সোসিও ইকোনমিষ্ট, নোয়াখালী, গবাদিয়া-বুড়াবুড়ি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক, চেয়ারম্যান ও সচিব, ১১নং নেয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জনাব মোঃ আইয়ুব আলী, সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর, অধ্যক্ষ, ভূলুয়া ডিগ্রী কলেজ, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ পাবসস-এর শতাধিক সদস্য।

নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন গবাদিয়া-বুড়াবুড়ির খাল উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নোয়াখালী।

গত নভেম্বর ২০০৮ গবাদিয়া-বুড়াবুড়ি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত শেয়ার ও সঞ্চয় মিলিয়ে সমিতির মূলধন ১,৪৫,০৪০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬২০ জন পুরুষ এবং ১১৩ জন মহিলাসহ মোট ৭৩৩ জন। এলাকার উপকারভোগী ও সমিতির সদস্যগণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের নিদর্শনস্বরূপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে ২,৬৫,০০০ টাকা জমা করেছেন। গবাদিয়া-বুড়াবুড়ি খাল উপ-প্রকল্পের যাদুমনি খাল ও শান্তার খাল পূনঃখনন এবং খাল দুইটিতে পানি ধারক অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বর্ষা মৌসুমের শেষে পর্যাপ্ত সেচের পানি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে যা ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার ৭৩২ হেঃ জমিতে বোরো ধানের চাষ করা সম্ভব হবে।

মিয়াপাড়া-উল্টাভাঙ্গা খাল পাবসস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাধীন নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাস্থ মিয়াপাড়া-উল্টাভাঙ্গা খাল পাবসস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন গত ২০ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে স্থানীয় পাবসস কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পাবসস এর সদস্যবৃন্দ নির্বাচনে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে এ নির্বাচনকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনী কাজে ব্যাপক সহায়তা করেন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেন।। এলজিইডি এবং সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভোট গ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ শেষে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পাবসস নির্বাচন কমিটির প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ খান নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনা করেন। নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও জনাব মোঃ আব্দুল করিম সরকার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। গত ২৯ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে পাবসস এর নব নির্বাচিত সদস্যদের হাতে পাবসস পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করা হয় এবং পুরাতন সদস্যদের বিদায় সংবর্দ্ধনা জানানো হয়।

নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন মিয়াপাড়া-উল্টাভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে একজন সদস্যকে ভোটদান করতে দেখা যাচ্ছে।

মধুখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মধুখালী উপ-প্রকল্পের উপকারীভোগীগণের অংশগ্রহণে গঠিত সংগঠন মধুখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শেডের উদ্বোধন গত ১৮ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে পাবসস অফিসে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, সদর দপ্তর, এলজিইডি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মীর গোলাম ফারুক, উপজেলা চেয়ারম্যান, কালকিনি, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালকিনি ও জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর। দুই পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে মধুখালী পাবসস এর বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাবসস এর গত বৎসরের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন, সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব ২০০৮-০৯ অর্থ বৎসরের অডিট রিপোর্ট, ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের প্রতিবেদন এবং ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন করা হয়।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের বরগুনা জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানকে বরগুনা জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করছেন এলজিইডি বরগুনার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব ক্য হলা খই।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯ বরগুনা জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সদর, আমতলি, বেতাগী, বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণকাজ ঘুরে দেখেন।

বরগুনা পরিদর্শনকালে তিনি রাখাইন কনভেনশন সেন্টারের নির্মানকাজ বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখেন যা একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি রাস্তা এবং স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টারের নির্মাণকাজ আগ্রহ সহকারে দেখেন। পরে স্থানীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বরগুনা জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি বরগুনা জেলায় পর্যটনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে এ জেলা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে যার ফলে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমান রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি জেলায় বাস্তবায়িত সকল নির্মাণকাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি বরগুনাকে নির্দেশ দেন।

অবকাঠামো হস্তান্তর পূর্ববর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

গত ৯-১০ ডিসেম্বর ২০০৯ অবকাঠামো হস্তান্তর পূর্ববর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের উপর দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচটি পাবসস থেকে ২০ জন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির সদস্য এবং ৪ জন সংশ্লিষ্ট উপজেলার কমিউনিটি অর্গানাইজার প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি। পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। তিনি উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সময়োপযোগী পরিচালনা ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জ, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদেরকে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ নিজেদের সম্পদ হিসাবে গণ্য করে সম্মিলিতভাবে এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

এ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের অবকাঠামো নির্মান সমাপ্তি ও হস্তান্তর পূর্ববর্তী সময়ে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন; বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সংগ্রহ এবং উপ-প্রকল্প অবকাঠামোসমূহ হস্তান্তরের পরে পাবসস এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সম্পাদক : মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : ace-iwrm@lged.gov.bd
মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত। ই-মেইল : pd-sswrdsp@lged.gov.bd